দাদিবুঢ়া

গোপীনাথ মহান্তি

(ইউ জি-৩--তৃতীয় পত্র; অবাংলা ভাষার সাহিত্য পাঠ)

(কোনো ত্রুটি বা অসংগতি চোখে পড়লে অবশ্যই জানাবে। সমল্যা হলে ফোন করবে)

প্রশ্ন-সূত্র

১। লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির অসামান্য উপস্থাপন

২। প্রেম-সম্পর্কের টানাপোড়েন কতটা শৈল্পিক নির্মিতি পেয়েছে

৩। প্লট ঘটনা মুখ্য নয়, বর্ণনা নির্ভর

৪। কোন গুণের প্রেক্ষিতে অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি

উত্তর-সংকেত

১। লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির অসামান্য উপস্থাপন

ক) ঔপন্যাসিকের সামাজিক বীক্ষা--সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণ, এ সব উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কথা। কোনো কোনো উপন্যাসে সেই অর্থে সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বন না থাকলেও উপন্যাসের অঙ্গনে সমাজ-বাস্তবতার ছায়াপাত থাকেই। দাদিবুঢ়া-ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ প্রত্যক্ষ এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

খ) দাদিবুঢ়া লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি আশ্রিত উপন্যাস। নাগরিক জীবনের সাপেক্ষে তো বটেই, গ্রামীণ জীবনের নিরিখেও লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির নিজস্বতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ বিশেষ জীবনাচার, বিশেষত বিশ্বাস-সংস্কারের নিজস্ব ভুবন লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

গ) দাদিবুঢ়া উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে রয়েছে যে লোকায়ত সমাজ তাদের পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় জীবন প্রভৃতি নানাদিকের ঘনিষ্ঠ উপস্থাপন রয়েছে উপন্যাসের অঙ্গন জুড়ে। যথা--

গ.১। দাদিবুঢ়া-র অনুষঙ্গ। সাধারণ গ্রামীণ বা নাগরিক সমাজের মন ও মননে ঈশ্বরের যে অবস্থান এবং ভূমিকা পরজা সম্প্রদায়ের জীবনে-সংস্কৃতিতে দাদিবুঢ়া-র ভূমিকা তেমনি। পরজাদের জীবন-মরণ, ভাল-মন্দের সর্বময় কর্তা দাদিবুঢ়া। (বিভিন্ন বিষয়ে পরজা সম্প্রদায় কীভাবে দাদিবুঢ়া-র উপর নির্ভর করেছে, দাদিবুঢ়া-র নির্দেশকে মাথা পেতে নিয়েছে; দাদিবুঢ়া-র নির্দেশ মেনে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে প্রভৃতি প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে হবে।)

গ.২। দাদিবুঢ়া-র প্রতিনিধি হিসাবে একজন গুরুমাইকে ভেবে নেওয়া, তার মুখের কথাকে দাদিবুঢ়া-র নির্দেশ বলে জ্ঞান করা। গুরুমাই এর স্থান শূন্য হলে দ্রুত সেই শূন্যস্থান পূরণ করা।

গ.৩। ডুমা ভাবনা--ডুমায় বিশ্বাস

গ.৪। বিবাহ-পদ্ধতি, বিবাহ-বিষয়ক আচার অনুষ্ঠান

গ.৫। জীবন-জীবিকা, চাষ-আবাদ

গ.৬। উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজাআর্চা

গ.৭। জাতপাতের ব্যবধান--খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা, পরজা-ডোম-খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত

গ.৮। মৃতদেহের সৎকার, কবরস্থানে সভা-র আয়োজন, উৎসব অনুষ্ঠান

গ.৯। গ্রামের অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েদের দুটি হল ঘরে আলাদা আলাদাভাবে রাত্রিযাপন; গানে গানে উভয়পক্ষের মধ্যে ভাববিনিময়।

ঘ) দাদিবুঢ়া-য় লোকায়ত সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ রূপায়ণ আছে, লোক-জীবনাশ্রিত অন্যসব উপন্যাসের মতোই। তবে লোক-জীবনাশ্রিত অন্য অনেক উপন্যাসের সাপেক্ষে আলোচ্য ক্ষেত্রে দাদিবুঢ়া বেশ একটু আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, তিতাস একটি নদীর নাম প্রভৃতিতে লোক জীবনের যে উত্তরণ আছে দাদিবুঢ়া-য় তা নেই। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে তা আবার যেমন সমুদ্রে মিলিয়ে যায়; তেমনি করে পরজা সম্প্রদায়ের জীবনেও কমবেশি তরঙ্গ উঠেছে এবং সময়ের অভিঘাতে তা আবার স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাদের জীবন বয়ে চলেছে নিজস্ব ছন্দে। এমনি করে থেমে থাকা বা পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া, লোকজীবনের সাপেক্ষে দুইই কমবেশি সত্য। এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তাদের জীবন-আচরণে শত শত বছর ধরে একই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় দ্রুত নিজেদেরকে বদলে নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের অঙ্গনে লোকায়ত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখকের সিদ্ধান্তই বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি কাহিনি-ক্রমকে যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছেন ততদূর পর্যন্ত গিয়েছেন। দাদিবুঢ়া-য় এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের যে পথচলা তা মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছে।

২। প্রেম সম্পর্কের টানাপোড়েন

ক) প্রেম মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। সেই প্রথম দিন থেকে মানুষ তার ভালোবাসার জনকে ভালোবেসে এসেছে আর এই ভালোবাসার ভেলায় ভর করে জীবন বয়ে চলেছে অনাদি কাল ধরে।

খ) এমন চিরন্তন, চির সুন্দর যে প্রেম তারও কিন্তু রকম-ফের আছে। এমনও অনেক মানুষ আছে যাদের জীবনে প্রেম দেহের বেড়া ডিঙিয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না। বিরহের আগুনে তপ্ত হওয়া, দগ্ধ হওয়া এসব বিষয় তাদের ব্যাকরণে প্রায় নেই বললেই চলে; তাদের প্রেমের সীমানা ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় দেহকে যতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। দেহ-মন এসব মিলিয়ে তারা প্রেমের যে ভুবন রচনা করে সে ভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার জন্য তারা ত্যাগ করতে পারে জীবনের আর সব কিছু। প্রেমের অন্যধারায় দেহের পাশাপাশি মনও সমানভাবে প্রধান্য পায়; ক্ষেত্রবিশেষে দেহকে ছাপিয়ে মনই হয়ে ওঠে শেষকথা। প্রেমের জন্য এখানে সবকিছুকে ত্যাগ করা যায়; এমনকি ভালোবাসার মানুষকেও। এখানে ভালোবাসার মানুষের মধুর স্মৃতিমাত্রকে পাথেয় করে একজন প্রেমিক-প্রেমিকা হেঁটে ফেলে জীবনের অবশিষ্ট পথ। দাদিবুঢ়া উপন্যাসে

বিধৃত প্রেম-সম্পর্কের কাণ্ডারীরা এ ক্ষেত্রে প্রেমের প্রথম ধারাতে অবগাহন করেছে।

গ) ঠেঙ্গাজানি কৈশোরের সীমানা অতিক্রম করে যৌবনের অঙ্গনে পা রাখতে না রাখতে তার চারদিকে ভিড় করে এসেছে একঝাঁক তরুণী--সারিয়াদান, সারিয়াফুল, সন্তোষকুমারী তাদের মধ্যে প্রধান। ঠেঙ্গাজানি প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হয়। সিদ্ধান্ত করতে পারে না, এদের মধ্যে কাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেওয়া উচিত। একটা সময় পর্যন্ত সে সবার সঙ্গে সমান সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে। সারিয়াদান, সারিয়াফুল সহ অন্য অনেককেই তাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেয়। তারপর একটা সময়ের পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সে। সারিয়াদান বা সারিয়াফুলকে নয়, অন্য সম্প্রদায়ের মেয়ে সন্তোষকুমারীই হয় তার ভালোবাসার মানুষ।

ঘ) এখানে বর্ণনার জাল বিছিয়ে বিছিয়ে হরিজানি-সন্তোষকুমারীর প্রেম-সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর পরিস্ফুট করতে হবে। প্রসঙ্গ উঠে আসবে সারিয়াদান ও সারিয়াফুল প্রসঙ্গ।--বিশেষত সারিয়াদানের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন; ঠেঙ্গাজানিকে ঘিরে সারিয়াদানের কল্পনার ভেলা ভাসানো প্রভৃতি।

ঙ) ভালোবাসার মানুষের হাতে হাত রেখে বাবা-মা, আত্মীয় পরিজন, জন্মভূমি সবকিছু ত্যাগ করেছে ঠেঙ্গাজানি -সন্তোষকুমারী। তাদের প্রেম-সম্পর্কের এই পরিণতি এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাস্তবজীবনে এমন হাজারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও এই প্রেম-সম্পর্কের চিত্রণ, তার শৈল্পিক-নির্মাণ প্রসঙ্গে কিছু কথা থেকে যায়। ঠেঙ্গাজানি-সন্তোষকুমারীর প্রেম, প্রেমের টানাপোড়েনের ক্ষেত্রটা বিশেষ প্রসারিত নয়। সবটাই কেমন যেন দ্রুত গতিতে ঘটে গেছে। ঘটনার স্বরূপকে আত্মস্থ করার আগেই তা উপসংহারে পৌঁছে গেছে।

চ) আসামের চা বাগানে কুমি-কামিনের কাজে নিযুক্ত হয়েছে হরিজানি-সন্তোষকুমারী। হয়েছে তো হয়েছেই। তাদের আর কোনো সংবাদই পরিবেশন করা হয়নি। এই না করার মধ্যে আর যাই হোক অন্তত শিল্পের চোখে কোনো ভুল নেই। পাঠক সম্ভাব্যতার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তাদের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। সমস্যা হয়েছে অন্যত্র। ঘর ছাড়ার আগে প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আরও একটু খেলা করার সুযোগ ছিল ঔপন্যাসিকের সামনে। যে কোনো কারণেই হোক সে সুযোগকে তিনি কাজে লাগাতে চাননি। যদি তিনি তা করতেন তবে বিষয়টি আরও উপভোগ্য হতো বলে মনে হয়; উপন্যাসটির শৈল্পিক মূল্য বৃদ্ধি পেত অনেকটাই।

ছ) এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন কেউ কেউ। বাস্তবে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, অত সাতপাঁচ না ভেবে দু-দিনের প্রেম তিন দিনে গড়াতে না গড়াতে প্রেমিকপ্রেমিকা ঘর ছাড়ে। এখানেও তাই হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক. বলতে পারেন তারা। তাদের তেমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হলো, বাস্তবতা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। বাস্তবসত্যের শৈল্পিক নির্মাণই শিল্প-সাহিত্যে শেষকথা। যা সত্য তাই শিল্পের সত্য নয়, শিল্পী যা নির্মাণ করেন তাই শিল্প-সাহিত্যের আঙিনায় শেষ কথা। তাই যদি হয় তবে আমাদের বক্তব্যের গ্রহণযোগত্য অস্বীকার করা চলে না।

৩। প্লট ঘটনা মুখ্য নয়, বর্ণনা নির্ভর

ক) পোয়েটিক্স-এ ট্রাজেডির ষড়ঙ্গ উপাদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টল প্লটকে শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তরকালে বহু বিতর্ক হয়েছে। প্লটকে শিল্প-সাহিত্যের চূড়ান্ত বিষয় বলে বিবেচনা করতে চাননি অনেকেই। তাঁরা চরিত্রকেই শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে মনে করতে চেয়েছেন। আমরা ঐসব বিতর্কের জালে মাথা না গলিয়েও সোজা কথায় বলতে পারি, প্লটকে পিছনে রেখে যারা চরিত্রকে সামনে

আনতে চেয়েছেন তারাও কিন্তু প্লটের ভূমিকা কে অস্বীকার করতে পারেননি. বস্তুত শিল্প-সাহিত্যে প্লটের ভূমিকা অপরিসীম।

খ) প্লট এমন একটা বিষয় যা সম্পূর্ণত নির্মাণ সাপেক্ষ সত্য। কাহিনির একটা নিজস্ব রূপ থাকে বা থাকতে পারে। মনে রাখতে হবে কাহিনি মাত্রই প্লট নয়। কাহিনিকে সুনির্দিষ্ট রূপে পরিবেশন করার অন্যনাম প্লট। একটা মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে তার সবটাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয় না। আবার যেসব ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয় তাও দাড়ি, কমা বা ছেদ, যতিহীন ভাবে বর্ণনা করা হয় না। ভেঙে ভেঙে, ধাপে ধাপে গোটা বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। প্লট তাই সম্পূর্ণত স্রষ্টার নিজস্ব সৃষ্টি।

গ) প্লট অনেক রকমের হয়ে থাকে--চরিত্র কেন্দ্রিক, ঘটনা প্রধান, বর্ণনা মুখ্য প্রভৃতি। কোনো বিশেষ একটি চরিত্র যদি কাহিনি বা ঘটনাক্রমকে একার হাতে নিয়ন্ত্রণ করে সে ক্ষেত্রে চরিত্র কেন্দ্রিক প্লট তৈরি হয়। আর একক চরিত্র প্রাধান্য না পেয়ে যদি একাধিক চরিত্রের সম্মিলিত কার্যকলাপের উপর নির্দিষ্ট রচনাটি দাঁড়িয়ে থাকে তবে ঘটনা প্রধান প্লটের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

ঘ) চরিত্র কেন্দ্রিক বা ঘটনা প্রধান যে কোনো ধরণের প্লটই আবার ক্রিয়াত্মক ও বর্ণনা প্রধান হতে পারে। আমাদের দাদিবুঢ়া উপন্যাসের প্লট যেমন। দাদিবুঢ়া-র প্লটকে চরিত্রভিত্তিক বা ঘটনাপ্রধান কোনোটাই বলা যাবে না। আমরা একে বর্ণনা প্রধান প্লট বলতে আগ্রহী।

ঙ) উপন্যাসটির নিবিড় পাঠ নিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এখানে প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটেছে খুব কম। উপন্যাসে বর্ণিত সবচেয়ে বড় ঘটমান ঘটনা, প্রেমের ভেলায় ভর করে ঠেঙ্গাজানি-সন্তোষকুমারীর উত্তাল জীবন সমুদ্রে পাড়ি জমানো। অন্য আর যা কিছু প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য উপন্যাসে রয়েছে তা কোনো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে আরও কথা হল, এখানে ঘটমান যে মূল ঘটনা তার উপর কিন্তু উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে নেই। অর্থাৎ ঠেঙ্গাজানি -সন্তোষকুমারীর প্রেমকথা উপন্যাসের শেষ কথা নয়। তারা প্লট থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পরও উপন্যাসটি অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং সামগ্রিক বিচারে ঠেঙ্গাজানি -সন্তোষকুমারীর প্রেম কাহিনির সীমানা অতিক্রম করে উপন্যাসটি আর কোনো সত্যকে ধারণ করতে চেয়েছে।

চ) তাই যদি হয় তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, দাদিবুঢ়া-র প্লটের ভিত্তি কী? আমাদের মতে এ উপন্যাস একেবারেই ঘটনা প্রধান নয়। এর ভরকেন্দ্রকে ধারণ করে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নিপুণ হাতের বর্ণনা। এখানে ঘটনা যেটুকু ঘটেছে তারও প্রত্যক্ষ উপস্থাপনে উৎসাহিত হননি ঔপন্যাসিক। প্রত্যক্ষ ঘটনা উপস্থাপনের মোহ ত্যাগ করে তিনি পুরোপুরি বর্ণনানির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যের পথ ধরে দাদিবুঢ়া উপনীত হয়েছে শিল্পের মণিকোঠায়।

ছ) এখন আমরা উপন্যাসের অংশ বিশেষ চয়ন করে ঔপন্যাসিকের অসামান্য বর্ণনা কুশলতার এবং সেই সূত্রে উপন্যাসটির শিল্পসৌন্দর্য়ের পাঠ নিতে পারি--

ছ-১। প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা

ছ-২। প্রেম-মনস্তত্বের বর্ণনা

ছ-৩। সাধারণ মনস্তত্বের বর্ণনা

ছ-৪। বিশেষ ঘটনার বর্ণনা

ছ-৫। সাধারণ-ঘটনা বর্ণনা

জ-৬। ইত্যাদি

(উদ্ধৃতি চয়ন করে সেগুলির যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করতে হবে। ভাষা কীভাবে ভাব ও বিষয়কে ধারণ করছে তার পরিচয় তুলে ধরতে হবে)

জ) দাদিবুঢ়া-য় প্লটের এই যে বিকল্প নির্মাণ তা অবশ্যই অভিনব কোনো বিষয় নয়। এমনি ধারার প্লটের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ-র চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো প্রভৃতির নাম করা যায়। আসলে প্লট নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা চলে আসছিল সেই প্রথম দিন থেকে। সময়ের স্রোতে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়; প্রকাশিত হয় নিত্য নতুন রীতির প্লট আশ্রিত উপন্যাস। আমাদের আলোচ্য দাদিবুঢ়া সেই ধারারই ফসল। সম্পূর্ণ মৌলিক বা অভিনব কোনো বিষয় নয়।

৪। কোন গুণের প্রেক্ষিতে অদাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি

ক) আজকের ভারতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা শতাধিক। এই সব ভাষার মধ্যে বিশ-ত্রিশটি ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাপকাঠিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এইসব সমৃদ্ধ ভাষাসমূহকে আশ্রয় করে নিয়ত উপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা শেষপর্যন্ত শতকের সীমানায় বাঁধা থাকছে না। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সংখ্যাই শতকের সীমানা অতিক্রম করছে হয়তো। এত বিপুল সংখ্যক উপন্যাস এর মধ্যে থেকে ...সনের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয় দাদিবুঢ়া-কে। কিন্তু কেন?

খ) সেই অর্থে বিরাট কোনো চমৎকারিত্ব বা অসাধারণত্ব দাদিবুঢ়া-তে নেই তা বলাবাহুল্য। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারের একটি উপন্যাস। কাহিনিতে তেমন কোনো জৌলুষ নেই, কোনো চরিত্রই আলাদা করে মনোযোগ আকর্ষণ করে না; নেই দেশ-কাল, সমাজ-সংসার বিষয়ক কোনো প্রত্যয়ী বা যুগান্তকারী উচ্চারণ। তাহলে কেন?

গ) আমাদের মনে হয়, আপাত সামান্যত্বের অন্তরালে দাদিবুঢ়াতে বেশ একটু অসাধারণত্ব রয়েছে। লোকায়ত জনজীবনের রূপায়ণ বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় নতুন কোনো বিষয় নয়। ইতিপূর্বে প্রকাশিত আরও অনেক উপন্যাসে লোকায়ত জীবনের অনুপুঙ্ক্ষ রূপায়ণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজস্বক্ষেত্রে দাদিবুঢ়া ও তার স্রষ্টার অনন্যতা অনস্বীকার্য।

ঘ) প্রথমত, যে জন-সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনকে উপন্যাসটিতে উপজীব্য করা হয়েছে তাদের কথা ইতিপূর্বে সেভাবে কথাসাহিত্যের দর্পণে প্রতিভাত হয়নি। দ্বিতীয়ত, যে গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক তাঁর উদ্দিষ্ট জন-সম্প্রদায়ের জীবনভাষ্য রচনা করেছেন তাও সুলভ নয়। তৃতীয়ত, উপন্যাসটির কাহিনি ধারা ও তার গ্রন্থনে এক সহজ সৌন্দর্য আছে যা পাঠককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। চতুর্থত, উপন্যাসটি যেখানে এসে যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে জীবন ভাবনা গত অন্য এক অন্য সুরের অনুরণন আছে। এখন বিষয়গুলির উপর ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে--

১। উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল। এই পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটিতে তিনটি জাতি সম্প্রদায়ের বাস--পরজা, ডোম এবং খ্রিস্টান ... (এমনি করে উপন্যাস অবলম্বনে পরজা

বা ডোমদের জীবনচিত্র, জীবনের ওঠাপড়া প্রভৃতির বর্ণনা দিতে হবে)

২। জীবনচিত্রের উপস্থানের ঔপন্যাসিক কতখানি নিষ্ঠা ও সততার পথে পা রেখেছেন তার পরিচয় দিতে হবে। পরজাদের জীবনের ছোটো বড়ো সব ঘটনা, বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি উপন্যাসে কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার পরিচয় দিতে হবে।

৩। এমন অনেক উপন্যাস আছে যেখানে হয়তো বস্তুগত সত্য ও ভাবসত্য আছে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু সমস্যা হয়েছে তার উপস্থাপনে। বক্তব্যের চাপে উপন্যাসের শৈল্পিক সৌন্দর্য কেমন যেন ম্লান হযে গছে। উপন্যাসটি পড়তে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয় অচিরে। দাদিবুঢ়া এমন ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এ উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাঠককে এতটুকু ক্লান্ত হতে হয় না। চাইলে এক বৈঠকে শেষ করে ফেলা যায় এর পাঠ। সেই অর্থে গল্প রস নেই, তবু কেমন যেন এক অদ্ভূত আকর্ষণ অনুভূত হয় ... (এমনিভাবে লেখার চেষ্টা করো)

৪। উপন্যাসের উপসংহারে যে জীবনবোধের প্রতিবিম্বন ঘটেছে তা আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর ধ্বস্ত জীবনবাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলাদা করে ভালোলাগার অনুভূতি জাগায়। নাগরিক জীবনের থেকে বহুদূরে অরণ্য ও পাহাড় ঘেরা পরিবেশে এই য়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম করে বেঁচে থাকা এর যে একটা অন্য মানে তাকে অস্বীকার করার তো প্রশ্নই আসে না, বরং তাকে আলাদা করে গ্রহণ করার মধ্যে খুব একটু ভালোলাগার স্বাদ পাওয়া যায় ... (এমনি ধারায় আলোচনা করো)

৫। সম্ভাব্যতার সূত্র অনুসরণ করে আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্যের সীমানাকে সম্প্রসারিত করা যায় আরও অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু তার বিশেষ আর আবশ্যকতা নেই বলেই মনে হয়। অন্য সব কথার জাল গুটিয়ে নিয়ে পরিশেষে তাই একটি কথা বিশেষ করে বলা যেতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নির্মাণ ও তার সংরক্ষণের সাপেক্ষে এমন সব উপন্যাসের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। হাজারও জাতি সম্প্রদায়ের বাস আমাদের এই দেশে। আলাদা করে এই প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের জাতি-সংস্কৃতির পাঠ নেওয়া একেবারেই সহজ নয়। সে ক্ষেত্রে এমনি ধারার উপন্যাস সহযোগে কঠিনতর এই কাজটি অনেক সহজে সম্পন্ন হতে পারে।...

(সাইফুল্লা)